নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নাজাশীর মৃত্যু ও গায়েবানা জানাযা আদায় (وفاة النجاشى وجنازة الغائبة)

সুহায়লী বলেন, হাবশার বাদশাহ আছহামা নাজাশী(الأصحمة النجاشي) ৯ম হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে নিয়ে বাক্বী‘ গারক্বাদের মুছাল্লায় গিয়ে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[1] নাজাশী মুসলমান ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের একান্ত হিতাকাংখী ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারী ছিলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, তার মৃত্যুর দিন রাসূল (ছাঃ) সবাইকে অবহিত করে বলেন,مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةَ ‘আজ একজন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তোমাদের ভাই আছহামার জন্য জানাযার ছালাত আদায় কর’ (বুখারী হা/৩৮৭৭)। হুযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন,صَلُّوْا عَلَى أَخٍ لَّكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ‘তোমরা তোমাদের একজন ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন’।[2]

ফুটনোট

[1]. আর-রউযুল উনুফ ২/১১৯; ইবনু হিশাম ১/৩৪১ টীকা-৪; মুবারকপুরী বলেছেন যে, আছহামা নাজাশীর মৃত্যু তাবূক যুদ্ধের পর রজব মাসে হয়েছে (আর-রাহীক্ব ৩৫২ পৃঃ)। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তাবূক যুদ্ধে গমন ৯ম হিজরীর রজব মাসে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন রামাযান মাসে (পৃঃ ৪৩৬)। অতএব তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

[2]. আহমাদ হা/১৬১৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭, সনদ ছহীহ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5634

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন